যুগান্তর

তারিখ ... 20 MAR 2008
পৃঃ ২৮ কলাম ৪

যুগান্তর

ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল ও কলেজ

ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল ঐতিহ্য ধরে রাখতে পারেনি

মুশতাক আহমদ

কোটার ছাত্রছাত্রী, দলীয় শিক্ষক, অপর্যাপ্ত

মোঃ হাবিবুর রহমান

একাডেমিক সুযোগ-সুবিধা, জায়গার অভাব, কর্তৃপক্ষের অবহেলা, ভর্তি সমস্যা, শিক্ষকদের অনিয়ম-দুর্নীতিসহ নানা কারণে পিছিয়ে পড়েছে এক সময়ের ঐতিহ্যবাহী 'ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ'। ১৯৬৪ সালে আমেরিকান নাগরিক মিসেস পানিংয়ের পরিচালনায় এবং ড. এডওয়ার্ড ই ফিন্ডারের তত্ত্বাবধানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে

যাত্রা শুরু এই প্রতিষ্ঠানটির। প্রতিষ্ঠার ১১ বছর পর ১৯৭৫ সালে খোলা হয় কলেজ শাখা। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউটের এক্সপেরিমেন্ট প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছিল এটি।

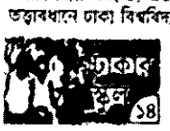

পারেনি : পৃষ্ঠা ১১ : কলাম ৭

● কাল : নটরডেম কলেজ ...

পারেনি : স্কুল

(শেষ পৃষ্ঠার পর) আমেরিকান নাগরিক ড. ..., ড. মতিন কবি, পাকিস্তান সরকারের 'প্রেসিডেন্ট অ্যাওয়ার্ড' ও ১৯৯২ সালে 'একুশে পদক' প্রাপ্ত দেশের বিখ্যাত শিক্ষক খান মুহম্মদ সালেক প্রমুখের নিবিড় পরিচর্যায় স্কুলটি ওদিকেই শিক্ষার মান এবং শিক্ষার্থীদের ফলাফলের দিক থেকে দেশবাসীর নজর কাড়ে। যে কারণে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বাইরে নগরীর সাধারণ মানুষও তাদের সন্তানদের এই প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়তেন সেসব এখন শুধুই স্মৃতি স্কুলের একাধিক শিক্ষক যুগান্তরকে জানান, বর্তমানে স্কুলটি কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউশনের ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হলেও প্রতিষ্ঠানটিকে বিভিন্ন সময়ে ক্ষমতাসীনরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিতে ব্যবহার করে শিক্ষার পরিবেশ ধ্বংস করেছেন। শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগের নামে হয়েছে দলীয় ও আত্মীয়করণ।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ ছেলে শেখ রাসেল ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঘাতকের বুলেটে নিহত হওয়ার সময়ে এই স্কুলেরই চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। এছাড়া রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের ছেলে ইমতিয়াজ আহমেদ, সাবেক রাষ্ট্রপতি ডা. একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরীর ছেলে সাবেক এমপি মাহী বি চৌধুরী, বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের ছেলে সৈয়দ শরীফুল ইসলামসহ দেশের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদসহ বিভিন্ন মহলের পছন্দের তালিকার শীর্ষে ছিল এই স্কুলটি। অথচ আজ নিয়োগসহ বিভিন্ন অনিয়মের কারণে সে অবস্থা নেই। ঐতিহ্য ধরে রাখতে পারেনি স্কুলটি প্রতিষ্ঠানটিতে বর্তমানে শিক্ষক মোট ৫৮ জন। তাদের মধ্যে অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন না কোন শিক্ষক, কর্মকর্তার স্ত্রী, কন্যা বা নিকটাত্মীয়। বিষয়টি স্বীকার করেছেন অধ্যক্ষ মোঃ হাবিবুর রহমান। তবে তিনি বলেন, ১৯৯১ সালের পর ... সরকারের মতো এই সরকারের ... কয়েকদিন আগে মেধা, দক্ষতা ও নিরপেক্ষতার ... শিক্ষক নিয়োগ দিতে পেরেছি।

নাম প্রকাশ না করে নবম শ্রেণীর এক ছাত্রের ... অভিযোগ করেন, শিক্ষকদের নিকটাত্মীয় ... হওয়ার কারণে তারা দাপটে চলেন। ... ক্লাস নেন, কখনও নেন না। মঙ্গলবার ... আর্থিক ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে গেলে ... পৌনে ১২টার দিকে অভিভাবকরা এ প্রতিনিধিকে ঘিরে ধরেন। তারা কয়েকজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে প্রাইভেট পড়তে ছাত্রদের বাধ্য করাসহ বিভিন্ন অভিযোগ তুলে ধরেন। এ ব্যাপারে অধ্যক্ষ হাবিবুর রহমান বলেন, সাধারণত ইংরেজি এবং গণিত বিষয়ে ছাত্রছাত্রীরা প্রাইভেট পড়ে। ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের কোন ঘটনা তার স্কুলে ঘটে না।

ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরিতে বর্তমানে স্কুল শাখায় ১২২৮ এবং কলেজ শাখায় ৪০০ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে। প্রতিবছর ৮০ জন করে নার্সারিতে ভর্তি করা হয়। এর মধ্যে ৫০ জন কোটায় আর ৩০ জন বাইরে থেকে নেয়া হয় অধ্যক্ষ জানান, চলতি বছর বাইরে থেকে ভর্তি পরীক্ষায় ৫০-এর মধ্যে ৪৪ প্রাপ্তদের ভর্তি করা হয়। কিন্তু কোটার কারণে সর্বনিম্ন ১৭ প্রাপ্ত ছাত্রকে নিতে হয়েছে। তার প্রশ্ন— এই যদি অবস্থা হয়, সেখানে শিক্ষার মান কিভাবে রক্ষা সম্ভব? তিনি আরও বলেন, একটি আদর্শ ক্লাসে ৩৫ জন ছাত্রছাত্রী থাকে কিন্তু তার প্রত্যেকটি সেকশনে ৬৫ জন পর্যন্ত ছাত্রছাত্রী আছে। এ অবস্থায় মানরক্ষা সম্ভব নয়। শিক্ষকরা ঠিকমতো পাঠদান করেন না— এ অভিযোগ কিছুতেই সত্য নয়। তিনি বলেন, স্কুলে অবকাঠামোগত সমস্যা ব্যাপক। স্কুলের ভবনটি ৭ তলা ফাউন্ডেশনের ওপর দাঁড়ানো। অনেকদিন ধরে তারা চতুর্থ তলার ব্যাপারে চেষ্টা-তদবির করলেও সফল হচ্ছেন না। ৮টি কম্পিউটারের একটি ল্যাব থাকলেও অপ্রশস্ত জায়গার কারণে সেখানে কাজ বিঘ্নিত হচ্ছে।

ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুলটি শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউটের ল্যাবরেটরি হওয়ায় এটা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থায়নেই পরিচালিত হয়। চলতি ২০০৭-২০০৮ অর্থবছরে এই খাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বরাদ্দ ১ কোটি ২২ লাখ টাকা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা শাখা রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) সেগুলোকে স্বঅর্থায়নে পরিচালনার তাগিদ দিচ্ছে বিগত কয়েক বছর ধরে। অথচ ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল চতুর্থ ও তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের সন্তানদের কাছ থেকে ভর্তি ও পরীক্ষা ফি ছাড়া আর কোন অর্থ নেয়া হয় না। অধ্যক্ষ এ তথ্য স্বীকার করেছেন।

স্কুলের ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে দেখা যায়, ১৯৭১ সালে স্কুলটির প্রথম ব্যাচ এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়। অধ্যক্ষের সঙ্গে কথা চলাকালে উপস্থিত হন স্কুলের কো-এডুকেশন (ছাত্র ও ছাত্রী) প্রথম ব্যাচের ছাত্র ডা. মুবাশ্বের ইমতিয়াজ আহমেদ ও প্রকৌশলী এস এম কামরুজ্জামান। তারা বলেন, ওই সময়ে ঢাকার এলিট স্কুল ছিল এটি। মূলত গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুলের সঙ্গে তাদের প্রতিযোগিতা ছিল। প্রকৌশলী জামান বলেন, 'ইউএলএস-৭৫' নামে তাদের সতীর্থদের একটি সংগঠন আছে।

একজন অভিভাবক ও উপাচার্যের অফিসের সহকারী রেজিস্ট্রার শাহজাহান হাওলাদার বলেন, শিক্ষার ব্যাপারে উন্নতির জন্য অভিভাবকদের সমন্বয়ে কমিটি করা দরকার। মুন্সী শামসউদ্দিন লিটন নামে আরেক অভিভাবক বলেন, ঢাকা শহরে এরকম সুযোগ-সুবিধায় আর কোন প্রতিষ্ঠান নেই। অথচ কিছু ... শিক্ষকের কারণে গোটা প্রতিষ্ঠানটি ... হচ্ছে।

অধ্যক্ষ হাবিবুর রহমান বলেন, স্কুলের অতীত ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে হলে মেধার ভিত্তিতে শিক্ষার্থী ভর্তি নিশ্চিত করতে হবে।